গল্প

6E - 676

প্রসূন ব্যানার্জি

ছবি: দেবব্রত ঘোষ

বিকেল সাতটা পনেরো মিনিটে বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্ট থেকে টেক অফ করার কথা Indigo 6E- 676-এর। গন্তব্য কলকাতা।

এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রিতে যাকে এক্সপেক্টেড টাইম অফ ডিপারচার বলে। ১৮বি বোর্ডিং কার্ডটা হাতে আসার পরেই অরিত্র বুঝেছিল কপালে দুঃখ আছে। মাঝখানের সিট, লেগস্পেস খুব কম হবে। ইমার্জেন্সি এক্সিটের ওখানে যে সিটটা থাকে, সেটাতে অনেকটা পা ছড়িয়ে বসা যায়। এই ১৮বি-তে ওর মতো একটা ছ ফুট লম্বা লোকের বসতে যে খুব কষ্ট হবে, সেটা ভেবেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। সারা দিন ধরেই একের পর এক বিরক্তিকর ঘটনা ঘটছে। যাকে টিকিট কাটতে দিয়েছিল, তার সামান্য ভুলে একটু ভজখট হয়েই ছিল। হার্ড কপি নেই, মেলও নেই, কারণ ১২০ টাকা নাকি পেমেন্ট বাকি! হোয়াটসঅ্যাপে যে স্ক্রিন শটটার ওপর ভরসা করে সিআইএসএফ-কে বোঝাতে গেল, সেটাতে আবার অরিত্রর নামটাই আসেনি!

হয়তো ঢুকতেই দিত না, কিন্তু ‘অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট ক্যালকাটা’ আইডেন্টিটি কার্ডটা বহুবারের মতো এবারও কাজে লাগল। এদেশে পুলিশ শুধু দুটো জিনিসকে ভয় পায়— মিডিয়া আর কোর্ট। পুলিশ, প্রেস, পলিটিশিয়ান আর ল’ইয়ার— এই তিন পি আর এক এল-ই চালায় এই দেশটা। একে অপরকে বাঁশও দেয়, আবার ভালও বাসে। ভাল বিপক্ষ না হলে খেলে আরাম নেই। এরা একে-ওপরের প্রতিপক্ষ— কিন্তু একজন আছে বলেই অন্যের পেশায় কিকটা আছে, বাকিদের তো থোড় বড়ি খাড়া।

কার্ডটা দেখাতেই সিআইএসএফ-এর এএসআইটা একেবারে অন্য চেহারায়। এতক্ষণ ঠিকই কাজ করছিল, কিন্তু এদেশে বেশিক্ষণ ঠিকভাবে কাজ করাটা একটা অস্বস্তিকর দৃশ্য। কেউ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজটা একেবারেই প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পারেনি, আটকেও ছিল, কিন্তু কার্ডে কাত।

এবার চেক ইন কাউন্টার, সেখানে আবার সহজে পৌঁছোনো যায় না। গ্রাউন্ড হোস্টেসগুলো যথেষ্ট সুন্দরী, কাউন্টার আলো করে বসে থাকে। নীল ছোট স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজে কোথাও একটা সূক্ষ্ম হাতছানি থাকে— এসো আমার কাছে। কিন্তু পৌঁছোনো অত সহজ নয়। এক অসহ্য সর্পিল পদচারণা যখন কাউকে লাইনের একেবারে সামনে নিয়ে আসবে, তখন যে সুন্দরীর কাছে যাওয়ার কথা এতক্ষণ পরিকল্পনায় ছিল, তার সামনে তখন হয়তো অন্য লোকটার কাজ চলছে। আপনাকে বলা হল, তার সামনের অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় কারও কাছে চেক ইন করতে। শেষ তিনটে যাত্রায় এটাই হয়েছে ওর।

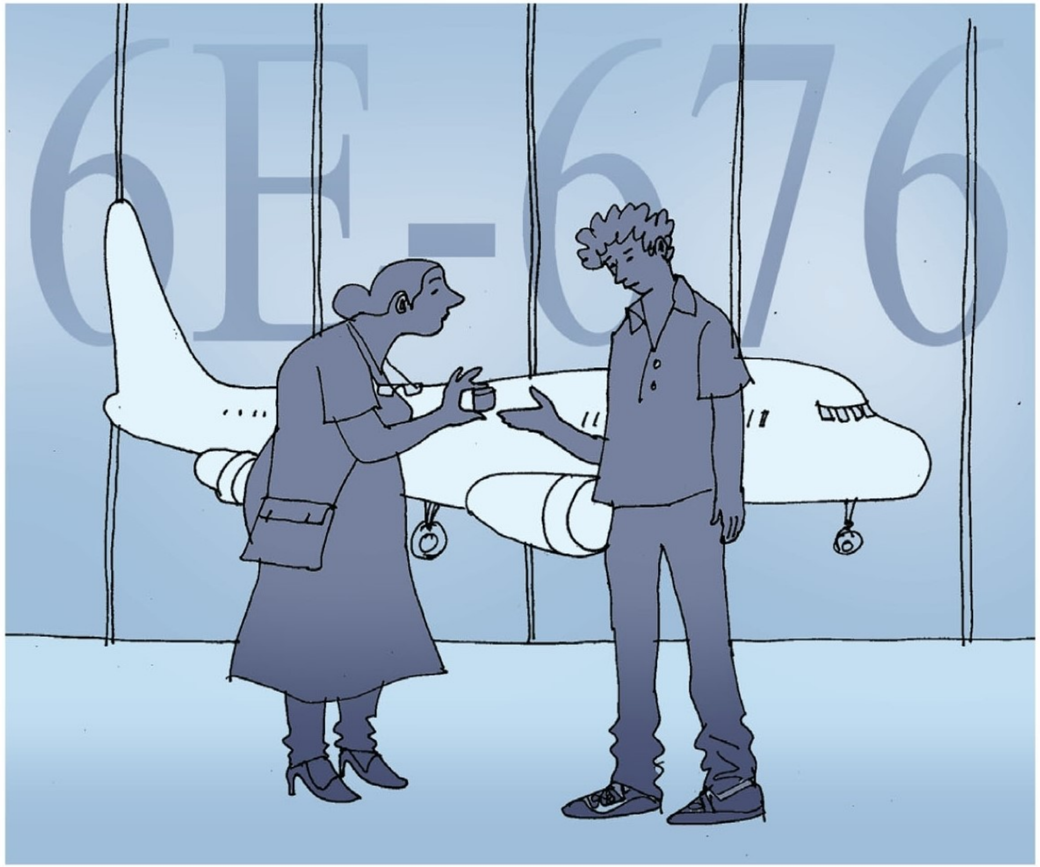

কিন্তু আজ এই প্রথম লাকটা ক্লিক করল ওর। যে মোটাসোটা, বড় চুল, বড় চোখ মেয়েটাকে এতক্ষণ দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল ও, তার কাউন্টারেই পড়ল। অন্তত দশ ফুট দূরত্ব থেকে অরিত্র দাঁত বার করল, পরের দশ মিনিটে সুন্দরী ওর।

জমি ও নারী— এ দুটোর মধ্যে এক অদ্ভুত সাযুজ্য আছে। মেদিনীপুরের লোক বলে, মাটি আর বিটি নিয়েই লড়াই। সেটা অন্য কথা। অনেকদিন মামলা করতে করতে অরিত্রর মনে হয়েছে, এ দুটো বস্তু কার নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে সেটা অবান্তর, আসল কথা হল কার পজেশনে আছে। যে ভোগদখল করবে, তার একটা অধিকার তৈরি হয়ে যায়, যাকে পরে আইনও স্বীকৃতি দেয়, জবরদখলও পরে পেতে পারে আইনি মান্যতা, যদি তা একটা দীর্ঘ সময় ধরে রাখা যায়। উচ্ছেদ করা কোনও ক্ষেত্রেই অত সহজ নয়।

প্রথমে তো পিএনআর নাম্বারটাও পাওয়া যাচ্ছিল না। স্যর, প্লিজ মিনিমাইজ অ্যান্ড শো মি দ্য পিএনআর— এনলার্জড হোয়াটসঅ্যাপে পিএনআরটা পড়ার অসুবিধে।

হাত থেকে ফোনটা নিয়ে আবার ঘাঁটল অরিত্র। এমনিতে এসব পরিস্থিতিতে দ্রুত ধৈর্য হারায়। পিছনে থাকা দুটো চামচা আর পুলিশের বোকা টাইপের সিকিউরিটি এসব কাজগুলো করেই দেয়। নিজে এসব ম্যানেজ করার অভ্যাসটাই চলে গেছে, তাই একটু এদিক-ওদিক হলেই ভয়ানক মাথাগরম করে ফেলে অরিত্র।

এখন একদম অন্য মেজাজ, একটু দেরি হলে বেশিক্ষণ দেখা বা মাপা যাবে, একটু কোমরটা মোটা— তা বাদ দিয়ে দশে সাত-না আট দেবে অরিত্র। বড় চুল, ভারী উরু আর গুরুবক্ষা এ সুন্দরী কার যে সম্পত্তি! যে-ই হোক— লাকি ম্যান।

বোর্ডিং কার্ড নিয়ে, সিকিউরিটি চেক করে ভিতরে এসে একটু বসল অরিত্র। এই বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্টটা বেশ অন্যরকম। নতুন কলকাতাটাও বেশ ভাল, কিন্তু এটা যেন একটু বেশি ঝকঝকে। লাল সোফার একটাতে বসে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে, ভাবল অরিত্র। কোথায় যে গেল বোর্ডিং কার্ডটা?

‘লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল ফর ইন্ডিগো প্যাসেঞ্জার্স ট্রাভেলিং বাই 6E 676 টু কলকাতা... ’ চমকে উঠল অরিত্র, যেতে হবে, খেয়ালই করেনি! পাশের বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে ‘সরি’, উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগে যাওয়ায়, ভদ্রতা করল অরিত্র। একটা কৌটো মতন কী যেন পড়েও গেল ভদ্রমহিলার হাত থেকে, থপ করে একটা শব্দ হল। অরিত্র নীচু হওয়ার আগেই দ্রুত কৌটোটা কুড়িয়ে নিলেন ভদ্রমহিলা। বাপ রে, এই বয়সেও কী রিফ্লেক্স! মনে মনে বাহবা দিল অরিত্র।

কেমন চেনা চেনা লাগছে ভদ্রমহিলাকে। কিছুক্ষণ হাতড়ানোর পর ফ্ল্যাশব্যাকে ঘটনাটা মনে পড়ল অরিত্রর। মনে পড়তেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

২০০৭ সালে দিল্লি এয়ারপোর্ট। মাঝ আকাশেই টুকরো টুকরো হয়ে যায় কলকাতাগামী আইসি ৪০১। মারা যায় ৭৭ জন যাত্রী। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহৃত হয়েছিল, আর তা সিকিউরিটি চেকের পরেই টেররিস্টদের কাছে কেউ পৌঁছে দিয়েছিল, এটাই বেরিয়েছিল পরের তদন্তে।

জেলির মতো থকথকে, আর চটচটে এই প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সম্ভবত কোনও একটা দোকানে, যা সিকিউরিটি এনক্লোজারের মধ্যে আগে থেকেই স্টোর করা হয়েছিল।

এটা বরাবরই এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি সিস্টেমের একটা বড় ফাঁক। অনেক জিনিস ঢোকে দোকানগুলোতে, চেক করেই ঢোকানো হয়। তবু বছরের পর বছর দেখতে দেখতে এই দোকানদাররা একটু তো চেনাশোনো হয়েই যায় সিআইএসএফ-এর, তখনই এক-আধটা ক্ষেত্রে চেকিং ঢিলেঢালা হয়। একটা কৌটো এভাবেই ঢুকেছিল দিল্লি এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি জোনে।

সিকিউরিটি চেকের পরে তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সুইসাইড বোম্বারের হাতে। একটা সন্দেহভাজনদের ছবি প্রকাশ করেছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ— তাতে এক পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলার মুখও ছিল, সম্ভবত যার হাত দিয়ে প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ পৌঁছোয় জুনেইদের কাছে, যে ছিল হতভাগ্য আইসি ৪০১-এর এলইটি-র সুইসাইড বোম্বার।

পৃথিবীতে খুব অল্প সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ক্ষমতা আছে আত্মঘাতী হামলা চালানোর। এ কাজের জন্য প্রয়োজন এক অন্য মাত্রার জিহাদি অনুপ্রেরণা, যা আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়।

রাজীব-হত্যায় এলটিটিই আর বিয়ন্ত সিং নিধনে বব্বর খালসা ছাড়া কোনও সংগঠন ভারতে বড় মাপের আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারেনি, চালাল ২০০৭-এ। এলইটি— লস্কর-ই-তৈবা।

মাঝ আকাশেই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল আইসি ৪০১, আর অরিত্রর মনে হয়েছিল— টেক অল শপ-এর সামনে যেন দেখেছিল ওই বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে, একটা কৌটো একজন বছর বাইশের ছেলের হাতে তুলে দিতে।

এক ঝলক দেখা, তবুও পরে টিভির পর্দায় সম্ভাব্য আততায়ী আর তার সতীর্থের ছবি দেখে টানটান হয়ে বসেছিল অরিত্র। সেদিন ও ফিরছিল দিল্লি থেকে অন্য ফ্লাইটে।

জুনেইদ তো মারাই গিয়েছিল। আর সন্দেহভাজনদের যে স্কেচ প্রকাশ করেছিল দিল্লি পুলিশ, তাতে অরিত্রর দেখা ওই বয়স্ক ভদ্রমহিলার ছবি ছিল, যদিও সেটা কেবলই একটা সন্দেহ।

সেই ভদ্রমহিলাই না! সাত বছরে একটু পাল্টে গেছে? কিন্তু সেই চোখ আর বুকের ওপর ঝুলিয়ে রাখা রিডিং গ্লাসটা অবিকল একই।

‘লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল ফর ইন্ডিগো প্যাসেঞ্জার্স ট্রাভেলিং বাই... ’— সময় নেই অরিত্রর হাতে, হাঁটা শুরু করল গেট নং ১১-র দিকে। আজও কি কোনও টার্গেট আছে? 6E-676-ই নয়তো? ■